সংবাদ

তারিখ ... 29.5.85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

137

'দারিদ্র্যের জন্যই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন অচল'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে নানা রকম বৈষম্য রয়েছে। গত ১১ মাসে অথবা গত ১২ বছরে এসব বৈষম্য সৃষ্টি হয়নি। এ বৈষম্য রয়েছে অনেক আগে থেকে। বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গনের সর্বস্তরের বৈষম্য দূর করতে আগ্রহী।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (মান্নান) ঢাকা মহানগরী শাখার বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান অব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, এর জন্য হয় আপনারা দায়ী নতুবা মন্ত্রণালয় দায়ী। সত্যি কথা বলতে কি, এর জন্য আমি দায়ী নই।

সমিতির ঢাকা মহানগরী শাখার সভাপতি জনাব আবদুর রশীদ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান।

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সংবাদ

তারিখ ... 29.5.85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2

দারিদ্র্যের জন্যই বেসরকারী শিক্ষা

(১ম পাতার পর)

এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেক, মহানগরী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ লতিফ ও মতিঝিল আইডিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব ফয়েজুর রহমান।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান মন্ত্রণালয় ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকা উচিত নয় বলে উল্লেখ করে বলেন, এর জন্য ব্যবস্থাপনার দিক থেকে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। এমনকি অনেক সময় ভালো পদক্ষেপ নিতে গিয়ে দেখা গেছে যে, হিতে বিপরীত হয়ে যায়।

বর্তমান সরকার সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে আগ্রহী বলে উল্লেখ করে ডঃ মজিদ খান বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষার শতকরা ৯০ ভাগই আপনাদের উপর ন্যস্ত। তাই আপনাদের উপেক্ষা বা অবহেলা করে কোন দিন সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তিনি বলেন, দারিদ্র্যের জন্যই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বায়ত্তশাসিতভাবে চলতে পারছে না। এটা ভুলে গেলে চলবে না, দারিদ্র্যই হচ্ছে আমাদের মূল সমস্যা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, যদিও আমাদের জাতীয়রূপ বদলে গেছে, তবু ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। যে কারণেই হোক সেই কাঠামো ও মনোবৃত্তি রয়ে গেছে। অন্যদিকে স্কুল ও শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ২ লাখ ৭ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারী রয়েছেন। এ অবস্থায় পুরনো কাঠামোতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা চালানো সম্ভব হচ্ছে না বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কাগজের উপর কাগজ চাপা পড়ছে। কাগজের মধ্যে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে, অতি শিগগিরই এই অবস্থার পরিবর্তন করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উচ্চশিক্ষা নয়—আমাদের সমস্যার কথা বলুন

মন্ত্রী তার বক্তৃতার এক পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গেলে বেশ কয়েকজন শিক্ষক দাঁড়িয়ে বলেন, উচ্চশিক্ষার কথা নয়, আমাদের সমস্যার সমাধানের কথা বলুন। এর জবাবে মন্ত্রী বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলতে গেলে উপরেও যেতে হয়, আবার নীচেও আসতে হয়। সম্মেলনে পেশকৃত শিক্ষকদের পনের দফা দাবী সম্পর্কে মন্ত্রীকে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য বলা হলে তিনি বলেন, এখানে কি করে সিদ্ধান্ত দিতে পারি। সবকিছু দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা না করে সমর্থন দিয়ে গেলে তা ফাঁকা সমর্থন হবে। এতে কোন কাজ হবে না। মন্ত্রী বলেন, দাবী মানার ব্যাপারে আপনারা আশ্বাস দিতে বলছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও ব্যক্তির সাথে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এরপরও শিক্ষকদের মধ্য থেকে অডিট পরিদর্শন ব্যবস্থা

জানাচ্ছি মাত্র।

জনাব মান্নান বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়ন বলতে কেহ যদি সিলেবাসের কলেবর বৃদ্ধি বোঝেন তাহলে তাদের কথা আলাদা। তিনি বলেন, দেশে একটা সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা সত্যিসত্যি কিছু শিখুক, শিক্ষার মান উন্নত হোক---এটা আমরা সর্বান্তিকরণে কামনা করি। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আলোচনা-সমালোচনা আর কত? জাতি এখন বাস্তবভিত্তিক সবকিছু আশা করে; যা তাদের প্রয়োজনে আসবে। অন্যথায় সবকিছুই আপনা আপনি ভেংগে পড়বে, গুড়িয়ে যাবে, ঠেকা দিয়ে কোন কিছু দীর্ঘস্থায়ী করা যায় না।

ডঃ মজিদ খানকে উদ্দেশ করে জনাব আবদুল খালেক বলেন, শিক্ষাঙ্গনে বৈষম্য দূর করার জন্য '৭৮ সালে চুক্তি হয়েছিল। এখনও কেন বৈষম্য চলছে। তিনি বলেন, ১০ হাজার বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে ১লাখ শিক্ষক ২৫লাখ ছাত্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

মন্ত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, এই ১লাখ শিক্ষককে উপেক্ষা করে আপনারা কোন শিক্ষানীতি চালু করছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না। সর্বপ্রথম সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের বৈষম্য দূর করতে হবে।

জনাব ফয়েজুর রহমান বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন নতুন সংস্থা হচ্ছে। এ গুলো সমস্যার সমাধানে সাহায্য না করে আমাদের শুধু হয়রানি করছে।

জনাব এম, এ লতিফ বলেন, অন্যান্য দেশে একজন শিক্ষিত লোক স্বদেশে শিক্ষকতার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করেন, প্রকারান্তরে আমাদের দেশের লোক অগত্যা এ পেশা বেছে নেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের হোটেলের একটা চাকরি পেলেও শিক্ষকতা ছেড়ে চলে যান।